ফ্যাক্ট শীটঃ বোরো ধানের জাত

জাত পরিচিতি

ব্রি ধান৮৯ এর কৌলিক সারি BR(Bio)9786-BC2-59-1-2। প্রথমে ২০০৮ সালে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের জীবপ্রযুক্তি বিভাগে ব্রি ধান২৯ এর সাথে বন্য ধান *Oryza rufipogon* (IRGC103404) এর সংকরায়ণ করা হয়। পরবর্তীতে দুই বার ব্যাকক্রসিং করার পর পেডিগ্রি পদ্ধতিতে হোমোজাইগাস কৌলিক সারি নির্বাচন করে এই সারিটি উদ্ভাবন করা হয়। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের গবেষণা মাঠে নির্বাচন কৌলিক সারির পর পর ৩ বৎসর ফলন পরীক্ষা করা হয় এবং পরবর্তীতে কৌলিক সারিটি বোরো ২০১৬-১৭ মৌসুমে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় কৃষকের মাঠে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। উক্ত কৌলিক সারিটির জীবনকাল ব্রি ধান২৯ এর চেয়ে ৩-৫ দিন আগাম এবং ফলন বেশী হওয়ায় প্রস্তাবিত জাত হিসেবে নির্বাচিত হয়। পরবর্তীতে জাতীয় বীজ বোর্ডের মাঠ মুল্যায়ন দল কর্তৃক বোরো ২০১৭-১৮ মৌসুমে ব্রি ধান২৯ এর সাথে কৃষকের মাঠে প্রস্তাবিত জাতের ফলন পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। কৃষকের মাঠে ফলন পরীক্ষায় সন্তোষজনক হওয়ায় বোরো মৌসুমের জন্য ব্রি ধান২৯ এর একটি পরিপূরক জাত হিসাবে চুড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়। সারিটি বোরো মৌসুমে কৃষকের মাঠে চাষাবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ২০১৮ সালে ব্রি ধান৮৯ জাত হিসাবে ছাড়করণ করা হয়।

ব্রি ধান৮৯

জাতের বৈশিষ্ট্য

- পূর্ণ বয়স্ক গাছের গড় উচ্চতা ১০৬ সেঃ মিঃ।
- এ জাতের কান্ড শক্ত, পাতা হালকা সবুজ এবং ডিগ পাতা চওড়া ।
- ধানের ছড়া লম্বা, পাকার সময় কান্ড ও পাতা সবুজ থাকে বিধায় সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া অব্যহত থাকে ফলে শিষের গোড়ার ধানও পুষ্ট হয়।
- এর জীবনকাল ব্রি ধান২৯ এর চেয়ে ৩-৫ দিন আগাম।
- ১০০০ টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২৪.৪ গ্রাম।
- এ ধানের অ্যামাইলোজ ২৮.৫% ।
- চালের আকার আকৃতি মাঝারি চিকন। রান্নার পর ভাত ১.৪ গুন লম্বা হয়।
- ভাত ঝরঝরা ও খেতে সুস্বাদু।

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

ব্রি ধান৮৯ এর জীবনকাল ব্রি ধান২৯ এর চেয়ে ৩-৫ দিন আগাম এবং ফলন বেশী। ফলন বেশী ও জীবনকাল কম হওয়ায় যে সব এলাকায় ব্রি ধান২৯ চাষাবাদ হয় সেখানে সহজেই ব্রি ধান৮৯ চাষ করা যাবে। ফলন বেশী বিধায় কৃষক লাভবান হবে।

জীবনকাল

এ জাতের জীবন কাল ১৫৪-১৫৮ দিন।

ফলন

প্রতি হেক্টরে গড়ে ৮.০ টন পর্যন্ত ফলন দেয়। উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে প্রতি হেক্টরে ৯.৭ টন/হেক্টর পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম।

চাষাবাদ পদ্ধতি

এ জাতটি বোরো মৌসুমে সেচ নির্ভর চাষাবাদ এলাকার জন্য উপযোগী। এ ধানের চাষাবাদ অন্যান্য উফশী বোরো ধানের মতই।

১. **বীজ তলায় বীজ বপনঃ** বীজ বপনের উপযুক্ত সময় হলো ১ নভেম্বর থেকে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত অর্থাৎ (১৭ কার্তিক থেকে ১ অগ্রহায়ণ)।

২. **চারার বয়স ও রোপণ দুরত্বঃ** ৪০-৪৫ দিনের চারা ২০ সেমি×২০সেমি ব্যবধানে রোপন করতে হবে।

৩. **চারার রোপনঃ** ১৫ই ডিসেম্বর থেকে ১৩ই জানুয়ারী (০১-৩০ পৌষ)।

৪. **চারার সংখ্যাঃ** প্রতি গোছায় ২-৩টি করে।

৫. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা)ঃ**

৫.১

ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি	জিপসাম	দস্তা (জিংক সালফেট)
৩৫-৪০	১২-১৪	১৫-২০	১২-১৫	১-১.৬

৫.২ সর্বশেষ জমি চাষের সময় সবটুকু টিএসপি, জিপসাম, জিংক সালফেট, দুই তৃতীয়াংশ এমওপি প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সার সমান তিন কিস্তিতে যথা রোপনের ১৫-২০ দিন পর ১ম কিস্তি, ২৮-৩০ দিন পর ২য় কিস্তি এবং ৪৫-দিন পর ৩য় কিস্তি প্রয়োগ করতে হবে। বাকী এক তৃতীয়াংশ এমওপি দ্বিতীয় কিস্তি ইউরিয়ার সাথে প্রয়োগ করতে হবে।

৬. **আগাছা দমনঃ** রোপণের পর ৪০-৪৫ দিন পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

৭. **সেচ ব্যবস্থাপনাঃ** থোড় অবস্থা থেকে দুধ অবস্থা পর্যন্ত জমিতে পর্যাপ্ত রসের ব্যবস্থা রাখতে হবে। তবে এডাব্লিউডি পদ্ধতি ব্যবহার করা উত্তম।

৮. **রোগ বালাই ও পোকামাকড় দমনঃ** ব্রি ধান৮৯ এ রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম হয়। তবে রোগবালাই ও পোকা মাকড়ের আক্রমণ দেখা দিলে বা আক্রান্ত বেশি হলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

৯. **ফসল কাটাঃ** ১৮ এপ্রিল- ৩০ মে (৫ বৈশাখ -২০ বৈশাখ) ধান কাটার উপযুক্ত সময়।

ব্রি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

আরো তথ্যেও জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd